

Rs. 2.00

PRABINBARTA

প্রবীণবার্তা

MONTHLY

মূল্য : ২ টাকা

মাসিক

Vol : VII Issue : II, 15th, May, 2019 জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র
শ্রদ্ধাঞ্জলি



আবির্ভাব - ২৫শে বৈশাখ, ১২৬৮
তিরোভাব - ২২শে শ্রাবণ, ১৩৪৭

জন্মদিনে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংক্ষেপিত

বৈশাখ, ১৩৪৭/মংপু

অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।

একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কার সহ।

ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে

প্রসূর আসনে বসি

বহুযুগ বহিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর,

এ পুষ্পের দান,

মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি

সেই বর, মানুষের সুন্দরের সেই নমস্কার

আজি এল মোর হাতে

আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।

নক্ষত্রে - খচিত মহাকাশে

কোথাও কি জ্যোতিঃ সম্পদের মাঝে

কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।



১লা মে আন্তর্জাতিক
শ্রমিক দিবসে সমস্ত
মেহনতী মানুষকে জানাই
শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

-ঃ ১লা বৈশাখ মিলনোৎসবের বিবরণ :-

১লা বৈশাখ (১৫ এপ্রিল, ২০১৯) সোমবার বিকাল
৫.৩০ মিনিটে জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ইউনিয়ন
ও বেথুন ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে সংস্থার
দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে বাৎসরিক
মিলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির
আদান গ্রহণ করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। ডাঃ কৃষ্ণ
হালদার এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের

শুভ সূচনা করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ (১৪২৫
বঙ্গাব্দ) এ জয় ইউনিয়ন ও বেথুন ইন্সটিটিউটের যে
সকল সদস্য / সদস্যা প্রয়াত হয়েছেন তাদের স্মৃতির
প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন শ্রী
দীপেশ মিত্র এবং উপস্থিত সদস্যগণ দাঁড়িয়ে ১ মিনিট
নিরবতা পালন করেন। সভাপতি উপস্থিত সকলকে
নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন
২০০৫ সালের বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার

পূর্ব থেকেই জয়া শ্রমিকদের নিয়ে বিমলদার উদ্যোগে ১লা বৈশাখ মিলনোৎসব পালন করা হত। পরে জয়ার সঙ্গে বেথুন যৌথভাবে মিলনোৎসব পালন করে আসছে। কিছুদিন পূর্বেও জয়ার অনেক শ্রমিক মিলনোৎসবে আসতেন। কিন্তু এখন অনেকে মারা গেছেন এবং যারা জীবিত আছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশই অসুস্থ। অসুস্থতার কারণে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি কারখানার অতীতের কথা বর্ণনা করেন। বর্তমানে যারা কারখানার শ্রমিক তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহ নেই। তিনি বলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল বৎসরে অন্তত ১টি দিন শ্রমিকরা একত্রিত হবেন। কিন্তু এখন আর তেমন ভাবে হচ্ছে না। এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের অধিকাংশ বেথুনের সদস্য। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করেন। অতীতের মত ভবিষ্যতেও মিলনোৎসবের আয়োজনের আশা ব্যক্ত করে সকলকে আবারও প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে জয় ইউনিয়ন ও কারখানার বর্তমান পরিস্থিতি বর্ণনা করেন। বর্তমানে শ্রমিক কর্মচারী মিলে ১৪০ জনের মত কর্মরত আছেন। তাদের উপর দ্বিম রোলার চালানো হচ্ছে। সেখানে ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি চলছে। এই অল্প সংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে ৪টি ইউনিয়ন তৈরী করা হয়েছে। শ্রমিকদের কোন দাবীই কারখানা কর্তৃপক্ষ মানতে রাজী হয়নি। কর্তৃপক্ষ ২০০২ সালে ১৪ জন শ্রমিককে ভি.আর. এস. প্রদান করে কাজে যোগদান করতে দেয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে ট্রাইবুনাতে কেস করে এবং তা এখনও চলছে। সেখানে সন্ত্রাসের পরিবেশ বিরাজ করছে। কারখানা কর্তৃপক্ষ চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করচ্ছে। সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য

শেষ করেন। পরবর্তীতে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন শ্রী রাম রমণ ভট্টাচার্য। তিনি বাংলা নববর্ষ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন অতীতে সকল ধর্মের লোকজন একত্রিত হয়ে ১লা বৈশাখের দিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। সকল ধর্মের লোকজন ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। যারা ব্যবসা বাণিজ্যের নামে জড়িত তারা ১লা বৈশাখ হালখাতা অর্থাৎ নতুন করে ব্যবসার শুভ সূচনা করতেন, কিন্তু এখন সেই পরিস্থিতি আর নেই। ধর্মীয় ভেদাভেদ সৃষ্টি করে দেশের মানুষকে কে দুর্বাসহ অবস্থার মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এর থেকে পরিত্রাণের উপায় আমাদেরই বের করতে হবে। শ্রী গৌতম রায় চৌধুরী সকলকে শুভ নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করে, “পুরাতন বরষের সাথে পুরাতন অপরাধ যত” ক্ষমা করতে বলেন। বাঙালির একমাত্র উৎসব যেখানে ধর্মের কোনো যোগাযোগ নেই। বাঙালির ইতিহাসে খাদ্যে, আচরণে, ধর্মাচরণে চিরকালই যে বৈচিত্র ছিল, তাকে ধ্বংস করতে চেষ্টা হচ্ছে। তাই আজ এর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর দিন।

পরবর্তীতে মৃণাল দত্তের কবিতা আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মৃণাল দত্তের পর আবৃত্তি করেন পুতুল মৈত্র। তারপর স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অভিক বসু। কর্ণকুস্তি সংবাদ শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন গৌতম রায় চৌধুরী ও শিখা রায় চৌধুরী। প্রদীপ দাস ও অমিতা মন্ডলের শ্রুতি নাটকের মাধ্যমে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য এবং সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গৌতম রায় চৌধুরী।

-ঃ বিশ্ববরেণ্য কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মরণে :-

ধনশান্ত কুমার ধর

হে, বিশ্বকবি, ননি তোমায়,
সকলে মিলি, এই শুভদিনে।

পরম আশ্রয় তুমি

চিন্তনে, মননে, শয়নে স্বপনে।

তুমি মোদের দিশারী

সুখে দুঃখে আনন্দে বিষাদে।

সাথী হয়ে যুগিয়েছ প্রেরণা

ভুলিতে কী পারি তা - ?

আসিলে সঙ্কট, অন্যায, কী বিড়ম্বনা,

ধরেছ লিখনি ধারা, দুর্বীর গতিতে,

পিছু হটার স্বপ্ন ছিল না একেবারে।

এনেছ আলো, দিয়েছ আশার বাণী।

হে কবি! মোরা আজ পরম সঙ্কটে।

চারিদিকে অস্থিরতা, কালো মেঘ,

ক্রন্দন, আর্তনাদ, বিরোগ ব্যাথায় ব্যথিত চিন্তে,

স্মরণ করছি আজ তোমায়, পেতে পরিভ্রাণ।

আঘাত করো, চেতনার দরজায়।

এনে দাও, জ্যোৎস্নাহীন আকাশে,

সঞ্চরণশীল চাঁদের আলো।

জেগে উঠুক, সেই স্পর্শে আনন্দের জয়গান।

-ঃ এই গরমে কীভাবে ভাল থাকবেন :-

এই গরমে যেমন বিশেষ কিছু শারীরিক
সমস্যা আছে, তেমন তার সমাধানও আছে।

এই সময়ে গরম শুকনো হাওয়া ও সূর্যের
প্রখর তাপের কারণে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে
কখনও কখনও ১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত হয়ে
যেতে পারে। সঙ্গে দমবন্ধ ভাব বা শ্বাসকষ্ট, ব্যাপসা
দৃষ্টি বা পুরো ব্ল্যাকআউট, ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাস
নেওয়া, হাত পা ঠোট, জিভ শুকিয়ে যাওয়া ইত্যাদি

সানস্ট্রোকের সব লক্ষণ দেখা দিতে পারে।
সানস্ট্রোকের কারণে রোগী অচেতন হয়ে পড়লে
অবিলম্বে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে।
অন্যদিকে যেখানে গরমের প্রধান সমস্যা বান,
সেখানে বানের সঙ্গে সেই থেকে প্রচুর জল ও
ইলেকট্রোলাইটস বেরিয়ে যাওয়ার সহজেই ভীষণ
ক্লান্তি আসে, অবসন্ন লাগে, মাথা ঘোরে বা
মাথাব্যথা হয়। চোখে আঁধার লাগে, বুক ব্যতকড়
করে এবং ডিহাইড্রেশনের কারণে হতে পারে মানস
ক্র্যাম্প। গরমের এই দুই প্রধান সমস্যা হিটস্ট্রোক ও
ডিহাইড্রেশন এড়াতে হলে বিশেষ কিছু নিয়ম মেনে
চলা জরুরি। যেমন-নির্দিষ্ট সময় পরপর জল পান
করুন। বাইরে রোদে বেরতে হলে ওআর এস বা
নিম্বুপানি সঙ্গে নিন। রোদে বেরনোর আগে বা রোদ
থেকে ফিরে এসে শরীর ঠান্ডা ও সচল রাখার জন্য
জল ছাড়াও কলের রস, ডাবের জল, দইয়ের বোল,
বেলপানি, পুদিনা বা লেবুর শরবত খেতে পারেন।

ডিহাইড্রেশন ও হিটস্ট্রোক এড়াতে ডারেটে
পর্যাপ্ত পরিমাণে মরশুমি ফল ও শাক-সবজি রাখুন।

রোদে বেরতে হলে রোদ চশমা, হাতা,
টুপি ও হালকা রঙের পুরো শরীর ঢাকা জামাকাপড়
পরুন। সানস্ট্রোক সন্দেহ হওয়া মাত্র রোগীকে
অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা স্থানে স্থানান্তরিত করুন। রোগীর
সারা শরীর ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে দিন এবং
অল্প অল্প করে ওআর এস বা নুন-চিনির শরবৎ
খাওয়ান। সানস্ট্রোকের কারণে রোগী অজ্ঞান হয়ে
গেলে মুহূর্তমাত্র দেরি না করে চিকিৎসকের শরণাপন্ন
হতে হবে।

-ঃ আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস :-

অশোক রঞ্জন ধর

আদিতো মানব সম্প্রদায় প্রধানত আত্মরক্ষার্থে
একত্রিত হয়ে গোষ্ঠীভূত হয়। এই গোষ্ঠীর ক্ষুদ্রতম
একক হল পরিবার। সমাজ বিবর্তন এবং জীবনযাত্রার

মানের উন্নতির সাথে সাথে পরিবারের মধ্যেও ঘটতে থাকে পরিবর্তন। পরিবারের বৈশিষ্ট্য হল সদস্যদের মধ্যে রক্তের সম্পর্ক, পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পরিবারের প্রধানের অধীনতা, পারস্পরিক মূল্যবোধ প্রভৃতি।

সমাজভেদে পরিবারের সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ, সমাজের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্ক পৃথক হতে পারে কিন্তু প্রায় সকল সমাজেই পরিবারের গঠন ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সমতা রয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। বিশ্বায়নের দৌলতে, পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার পাশাপাশি ভোগ-বিলাস সামগ্রীর বিপন্ন প্রক্রিয়ার প্রভাবে পরিবারের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের বদল ঘটছে সর্বত্র।

শিক্ষায়নের ফলশ্রুতিতে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন। শুরু হয়েছে অনু পরিবার। সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক / বয়স্কাদের স্থান হচ্ছে না। সদস্যদের মধ্যে মানবিক বন্ধনটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, অথচ পারিবারিক বন্ধন থেকেই জন্ম নেয় সামাজিক বন্ধন। সারা বিশ্বে পরিবারের অস্তিত্ব বিপন্ন। তাই আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন যাতে আমরা পরিবার গঠনের উদ্দেশ্য ভুলে না যাই, পরিবার কাঠামোর সার্বিক মান বজায় রাখতে পারি - সেজন্য ১৯৯৩ সালে ইউ.এন.ও এর সাধারণ সভায় প্রতি বৎসর ১৫ মে আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৯৯৬ সাল থেকে ১৫ই মে এই দিবসটি পালিত হচ্ছে।

-ঃ বসন্তে বয়স্ক বৈঠকি আড্ডা :-

রিপোর্টার - রমাশ্রম দত্ত

গোল্ডেন সিটিজেন এবং বেথুন ইন্সটিটিউট আয়োজিত বসন্তে বয়স্ক বৈঠকি আড্ডা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হয় ৭ই এপ্রিল। উক্ত অনুষ্ঠানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি

অংশগ্রহণ করেন। প্রবীণ ব্যক্তিদের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে।

খুব সুন্দর আলোচনা হয়। আলোচনার মাধ্যমে প্রবীণ ও প্রবীনরা যাতে জীবনের শেষ প্রান্তে সুখে ও আনন্দে থাকতে পারেন তার পথ নির্দেশ করা হয়। প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের যে অনেক কিছু করণীয় আছে সে বিষয়ে আলোকপাত করেন উপস্থিত বক্তারা। বিভিন্ন সংগঠন তাদের কার্যকলাপের রূপরেখা উপস্থাপিত করেন। সুদূর দার্জিলিং এবং পুরুলিয়া থেকে প্রতিনিধিরাও তাঁদের সংগঠনের বিভিন্ন কাজের বিবরণ পেশ করেন। সবার উপরে সকলের উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আন্তরিক প্রয়াস সকলকে মুগ্ধ করেছে।

—ঃ সম্পাদকীয় :—

গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহ ও তাপপ্রবাহ ক্রমে অসহ্য হয়ে উঠছে। সুস্থ থাকা কঠিন হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিধি সবাইকে মেনে চলতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়লে আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রের শরণ নেবেন। শ্রীলঙ্কায় ইষ্টার সানডের দিন ঘন্য বর্বর জঙ্গী আক্রমণে নিহত ও আহতদের পাশে দাড়িয়ে গভীর শোকপ্রকাশ করছি এবং মানবতার শত্রুদের কঠিনতর শাস্তির দাবী জানাচ্ছি।

১লা বৈশাখ জয়া ওয়াকার্স ইউনিয়নের সাথে একযোগে ঐতিহ্যমিভিত মিলনোৎসব পালিত হয়েছে। ১লা মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবসে শহীদ স্মৃতি ভবনে রক্ত পতাকা উত্তোলিত হয়েছে। ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুকে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছি বিমল চ্যাটার্জী সভাগৃহে। কেন্দ্রে সরকার গঠনের জন্য সপ্তপর্বের পার্লামেন্ট ভোট সমাপ্তির মুখে। ২৩শে মে গণনার দিন। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছি জানতে যে আগামীতে কারা আমাদের জন্য “আছে দিন” নিয়ে আসবে। বিজয়ী প্রার্থীদের জন্য রইল শুভেচ্ছা।